সরল বস্তুবাদ (Naive Realism)

Subject: Philosophy (Honours)
Semester/ Year: 4th (Fourth) semester
Paper: CC10
Course Title: Epistemology and Metaphysics (Western)

সরল বস্তুবাদ—এর মূল বক্তব্য

বস্তুজ্ঞান আমাদের কিভাবে হয় বা বস্তু কে আমরা কিভাবে জানি? এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে যে চারটি দার্শনিক মতবাদ পরিলক্ষিত হয় তাদের মধ্যে অন্যতম হল সরল বস্তুবাদ। যে মতবাদটি জ্ঞান ও জ্ঞেয় বস্তু সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সহজ-সরল বিশ্বাসের উপর গুরত্ব আরোপ করে গড়ে উঠেছে বা সাধারণ মানুষের ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-ভাবনা'কে মর্যাদা দিয়ে গড়ে উঠেছে সেই মতবাদকে বলা হয় **'সরল বস্তুবাদ' বা 'লৌকিক বস্তুবাদ'**। সাধারণ মানুষ মনে করে জগতকে আমরা সরাসরি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানি অর্থাৎ সরল বস্তুবাদীদের মতে, বস্তুজ্ঞান সরাসরি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে হয়ে থাকে।

সরল বস্তুবাদ অনুসারে, বাহ্য জগৎ অসংখ্য বস্তুর সমষ্টি এবং বস্তুগুলি আবার বিভিন্ন গুণ সমন্বিত, যাদের স্বনির্ভর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রয়েছে অর্থাৎ আমরা জানি বা না জানি তার উপর বস্তুগুলির অস্তিত্ব নির্ভর করে না। বস্তুগুলিকে আমরা সরাসরি জানি অর্থাৎ বস্তুগুলি বাহ্য জগতে যেরূপে এবং যেমন ভাবে থাকে আমাদের চেতনায় সেগুলি তেমন ভাবেই ধরা দেয়। বস্তুগুলিকে এবং তাদের গুণ বা বৈশিষ্ট্য কে জানার জন্য কোন অতিরিক্ত মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। এই কারণে সরল বস্তুবাদকে অনেকে 'অপরোক্ষ বস্তুবাদ' বলে থাকেন। আবার যেহেতু

সাধারণ মানুষের বিশ্বাসের উপর গুরত্ব আরোপ করে এই মতবাদটি গড়ে উঠেছে তাই এই মতবাদকে লৌকিক বস্তুবাদ বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। অধ্যাপক John Hospers তাঁর '*An Introduction to Philosophical Analysis'* গ্রন্থের 'Perceiving the World'-নামক এই অধ্যায়ে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস কে পাঁচটি বাক্যে প্রকাশ করেছন, যে বাক্যগুলির প্রত্যেকটি সরল বস্তুবাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সেগুলি হল—

১। বিভিন্ন জড়বস্তু যেমন- নদ-নদী, গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, ঘর-বাড়ী, চেয়ার-টেবিল, জানালা-দরজা ইত্যাদি নিয়ে একটা বাহ্য জগতের অস্তিত্ব রয়েছে।

২। বস্তুকে আমরা জানি আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সরাসরি প্রত্যক্ষ করে, যেমন- দেখে, স্পর্শ করে, ঘ্রাণের দ্বারা, স্বাদ আস্বাদন করে ইত্যাদির দ্বারা।

৩। আমরা জানি বা না জানি তার উপর বস্তুগুলির ও তার গুণগুলির অস্তিত্ব নির্ভর করে না। কেউ প্রত্যক্ষ না করলেও তাদের অস্তিত্বের কোন হানি ঘটে না অর্থাৎ বস্তু ও তার ধর্ম বা গুণগুলির জ্ঞান হবার পূর্বে যেমন ভাবে তাদের মনোনিরপেক্ষ বা জ্ঞান-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব ছিল তেমনভাবেই তাদের অস্তিত্ব থাকে।

৪। বস্তুগুলি বাস্তবত যেমন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা তাদের সেইরূপেই সরাসরি জানি অর্থাৎ বস্তুজ্ঞান হল বস্তুর অনুরূপ।

৫। কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করার ফলে যে সংবেদন বা অনুভব হয় তার মূলে হল প্রত্যক্ষিত বস্তুটি নিজেই। যেমন কোন বই প্রত্যক্ষ করার ফলে টেবিলের যে সংবেদন বা অভিজ্ঞতা হয় তার মূলে হল বইটি স্বয়ং নিজেই।

সরল বস্তুবাদ মতবাদটি যেহেতু সাধারণ মানুষের সহজ-সরল বিশ্বাসের উপর গুরত্ব আরোপ করে গড়ে উঠেছে, তাই অধ্যাপক John Hospers দ্বারা বর্ণিত সাধারণ মানুষের উপরিউক্ত বিশ্বাস গুলির প্রতিটি আসলে সরল বস্তুবাদের বৈশিষ্ট্যও বলা চলে।

সমালোচনা (Criticism of Naive Realism)

অধ্যাপক John Hospers তাঁর '*An Introduction to Philosophical Analysis'* গ্রন্থের 'Perceiving the World'- নামক এই অধ্যায়ে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস কে পাঁচটি বাক্যে প্রকাশ করার পর সরল বস্তুবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি গুলি কি কি হতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আপত্তি গুলি নিম্নরূপ—

১। সরল বস্তুবাদের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হল 'বস্তুগুলিকে আমরা সরাসরি জানি অর্থাৎ বস্তুগুলি বাহ্য জগতে যেরূপে অর্থাৎ যেমন ভাবে থাকে সেভাবেই আমরা বস্তুকে জানি'— এই বৈশিষ্ট্যটিকে বিনা সঙ্কোচে গ্রহণ করা যায় না। কেননা, ইন্দ্রিয়ের গঠন, প্রকৃতি, সামর্থ্য ও অবস্থানের উপরও বস্তুর প্রত্যক্ষণ অনেকাংশে নির্ভরশীল। যেমন, আমাদের যদি দুটি চোখের পরিবর্তে একটি চোখ বা কোন কোন পতঙ্গের (যেমন—প্রজাপতি, মাছি, গোবরে পোকা ইত্যদির) মত যদি হাজার হাজার চোখ থাকতো তাহলে বস্তুগুলির জ্ঞানও আমাদের অন্যরকম হতো। সুতরাং বস্তুগুলি বাহ্য জগতে যেরূপে অর্থাৎ যেমন ভাবে থাকে সেভাবেই আমরা বস্তুকে জানি'—একথা আর বলা যায় না।

২। সরল বস্তুবাদের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি হল, সরল বস্তুবাদ ভ্রান্ত জ্ঞানের যথার্থ ব্যখ্যা দিতে পারে না। বস্তুগুলিকে আমরা যদি সরাসরি ও অবিকৃত ভাবে জানি তাহলে ভ্রম প্রত্যক্ষের কোন সম্ভবনাই থাকে না। কিন্তু ভ্রম প্রত্যক্ষ যে আমাদের হয় তা আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

যেমন, অনেক সময় আমরা দড়িকে সাপ বলে মনে করি। যদিও সেখানে সাপ থাকে না তা সত্ত্বেও রজ্জুর (দড়ি) স্থলে (প্রকৃত বস্তু) সাপের জ্ঞান হয়। তাহলে যে স্থলে যে বস্তু থাকে না সেই স্থলে সেই বস্তুর জ্ঞান হলো কি ভাবে? সরল বস্তুবাদীরা এ সম্পর্কে কোন যথার্থ ব্যাখ্যা দিতে পারে নি। তাই এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়।

৩। সরল বস্তুবাদ অমূল প্রত্যক্ষের (অনেক সময় আমরা এমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হই যে বা আমরা এমন কিছু প্রত্যক্ষ করি যেখানে অভিজ্ঞতা অনুরূপ বস্তু বাস্তব থাকে না, সেই প্রত্যক্ষকে **অমূল প্রত্যক্ষ** বলে।) যথার্থ ব্যাখ্যা দিতে পারে না। যেমন, মদ্যপ ব্যক্তি অনেক সময় লাল ইঁদুর দেখে—এটি হল একপ্রকার অমূল প্রত্যক্ষ। ভ্রম প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমান বস্তুর বাস্তব জগতে অস্তিত্ব থাকলেও, অমূল প্রত্যক্ষে অভিজ্ঞতা অনুরূপ বস্তু বাস্তব থাকে না। তাই 'ইন্দ্রিয়ানুভবে বস্তুগুলিকে আমরা সরাসরি জানি'— সরল বস্তুবাদের এই মূল বক্তব্য স্বীকারের কোন যৌক্তিকতা নেই।

গ্রন্থপঞ্জী

১। *An Introduction to Philosophical Analysis* by John Hospers

২। দার্শনিক বিশ্লেষণের ভূমিকা – ড.সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য

৩। দার্শনিক বিশ্লেষণের রূপরেখা - সমরীকান্ত সামন্ত

Study Material Created
by
Sairath Mukherjee
Assistant Professor in Philosophy
GGDC, Lalgarh, Jhargram-721516